

অসৎ পথে উপার্জনরে অন্ন ও কি অসৎ হয় ?

অসৎ পথে উপার্জনরে অন্ন ও কি অসৎ হয় ?

উত্তর:-

প্রকৃত ভাবে ও শাস্ত্রানুসারে অসৎ পথে উপার্জনরে দ্বারা অন্নকণ্ডে পূর্ণ রূপে "পাপান্ন" বলা হয়েছে ।

তপস্যা অধ্যায়ে আমরা ভালো ভাবে বলছি যে "পাপান্ন" ভোজনতে তপস্যা শক্তি সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হয়ে যায় , তাই ধর্মাচারণশীল ব্যাক্তিরি কদাপি কোনো অবস্থাতেই কখনোই অসৎ ব্যাক্তিরি - অসৎপথরে উপার্জনরে দ্বারা অন্ন কোনোদিন গ্রহণ বা ভক্ষণ করতে নেই ।

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

আমি ধর্ম আচরণ করলাম আবার অসৎব্যাক্তিরি সঙ্গে ও করলাম - তাতে কি প্রকৃত ধর্মাচরণ হয় ?

উত্তর:-

প্রকৃত ভাবে ও শাস্ত্রানুসারে ধর্ম হলো সত্যরে প্রতীক - তাই আমি ধর্ম আচরণ করলাম আবার অসৎব্যাক্তিরি সঙ্গে ও করলাম - তাতে প্রকৃত ধর্মাচরণ হয় নষ্ট হয়ে যাই ।

তাই গীতাতো ভগবান বার বার বলছেন যে - ধর্মাচরণ ও সৎসঙ্গ করতে এবং অসৎসঙ্গ অপেক্ষা পূর্ণ রূপে নষ্টসঙ্গ থাকতে হবে , তবুও কোনো কারণেই অসৎ সঙ্গে করা যাবে না - যদি আমরা ভগৎবাৎ হকটিলিভ করতে চাই । তাই সর্ব অবস্থায় অসৎব্যাক্তিরি সঙ্গে ত্যাগ করা উচিত ।

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

অসৎব্যাক্তিকি কখনো কারো পক্ষইে হতিকর হয় বা বশ্বিাস করা যায় কি? উত্তর :- "না" অসৎব্যাক্তিকি কখনো কোনোভাবেই কারো পক্ষইে হতিকর হয় না , আর যদি চর্মচোখে কখনো হতিকরী মনেও হয় , কন্টি দবিষ চক্ষুতে দেখলে দেখা যাবে যে -ওই অসৎব্যাক্তিরি দ্বারা সাময়িকি হতিকর হয়তো হয়েছে কন্টি তার পরবির্ততে বহুগুন ক্ষতি বা অধোগতি হয়েছে - তাই সর্বসাকুল্যে বলা যাই যে -"অসৎব্যাক্তিকি কখনো কোনোভাবেই কারো পক্ষইে হতিকর হয় না" । অসৎব্যাক্তিকি কখনো কোনোভাবেই কারো পক্ষইে বশ্বিাস করা উচিত নয় , -ওই অসৎব্যাক্তিকি বশ্বিাস করার জন্যে হয়তো সাময়িকি হতিকর হয়তো হয়েছে কন্টি তার পরবির্ততে বহুগুন ক্ষতি বা অধোগতি হয়েছে - - তাই সর্বসাকুল্যে বলা যাই যে - "অসৎব্যাক্তিকি কখনো কোনোভাবেই কারো বশ্বিাস করা উচিত নয়" ।

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*